দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JUN 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সার্বজনীন শিক্ষা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশের অভ্যন্তরে সকলের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা চালু করা তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বাসস জানায়, গতকাল রোববার শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ- '৯১ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া বলেন, আমরা শিক্ষাকে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে চাই, শুধুমাত্র গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমেই যা সম্ভব। তিনি বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও এই উদ্দেশ্য মনে রেখেই গণসাক্ষরতা কর্মসূচী চালু করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা এই কর্মসূচী আবার চালু করেছি এজন্য যে, প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে এবং আমরা সে অধিকার নিশ্চিত করতে

প্রধানমন্ত্রী ঃ পৃঃ ৯ কঃ ৭

প্রধানমন্ত্রী ঃ সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

(১ম পাতার পর)

চাই।

শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুস খান ও শিক্ষাসচিব আ,ন,ম ইউসুফও এ উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাবঞ্চিত জাতি গণতন্ত্রের স্বাদ পেতে পারে না। শুধু তাই নয়, নিরক্ষর জনগণ স্বাধীনতার ফলও ভোগ করতে পারে না। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা এমন একটি সম্পদ যা শুধু জাতিকেই উন্নত করে না তা একজন মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই পরিবর্তিত করে।

বেগম জিয়া বলেন, বর্তমান সরকার আমাদের সমাজ-বাস্তবতার ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চায়। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও আমরা অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপরও অবশ্যই জোর দেব।"

তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব একথা অনুধাবন করে অবশ্যই আমাদের জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

বেগম জিয়া বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই সরকারী চাকরিতে যোগদানের বয়সসীমা ২৭ থেকে ৩০ বছরে উন্নীত করেছে। সেশন জটের কারণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় এটা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার সেশন জট দূর করার উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটিও গঠন করেছে। এছাড়া পরীক্ষায় নকল রোধের জন্যও কমিটি গঠিত হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাম্পাসে এখনও সহিংসতার অবসান হয়নি। স্বৈরশাসনামলে কারা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল আমরা তা জানি তিনি বলেন, তাঁর সরকার ক্যাম্পাস থেকে সহিংসতা ও সন্ত্রাস নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। কারণ গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বেগম জিয়া বলেন, তাঁর সরকার ক্যাম্পাসে শান্তি রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চলতে থাকলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থগুলো নীরব ভূমিকা পালন করবে না। তিনি বলেন, অপরাধী যেই হোক না কেন তাকে শাস্তি পেতে হবে।